بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ মোতাবেক ২৩ তবলীগ, ১৪০৩ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

আজ আমি মুসলেহ্ মওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর কিছু দিক উল্লেখ করব। প্রত্যেক আহমদী এবিষয়টি অবগত আছেন আর প্রতি বছর এই ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা উপলক্ষ্যে জলসার আয়োজনও করা হয়ে থাকে। এটি ২০শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৬ সালের ভবিষ্যদ্বাণী, যাতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে বিভিন্ন গুণাবলির অধিকারী এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করার সুসংবাদ দেয়া হয়েছিল। কিন্তু এ বিষয়ে বর্ণনা করার পূর্বে আমি শিশুকিশোর এবং কতক যুবকের এই প্রশ্নের উত্তর দিতে চাই, ইতঃপূর্বেও কয়েকবার দিয়েছি; যারা বলে যে, আমরা জন্মবার্ষিকী পালন করি না, তাহলে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-র জন্মদিন কেন পালন করা হয়? এ সম্পর্কে স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন, যেমনটি আমি পূর্বেও অনেকবার বলেছি, (এদিনে) মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ সাহেবের জন্মদিন পালন করা হয় না, বরং ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা উপলক্ষ্যে জলসার আয়োজন করা হয়। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-র জন্ম হয়েছিল ১৮৮৯ সালের ১২ই জানুয়ারী। দ্বিতীয়ত, যেসব পরিবারে এ বিষয়ে আলোচনা হয় না সেখানে পিতামাতার স্বয়ং (এ সম্পর্কে) পড়াশোনা করে সন্তানদের জানানো উচিত বরং বুঝানোও উচিত যে, মুসলেহ্ মওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীটি (আসলে) কী? এটি এক মহান ভবিষ্যদ্বাণী। পূর্ববর্তী ঐশী গ্রন্থাবলি (বা) অতীতের নবীরাও এসংক্রান্ত সংবাদ দিয়েছেন এবং মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে এ ঘোষণা প্রদানের নির্দেশ দিয়েছিলেন। এটি একটি দীর্ঘ ভবিষ্যদ্বাণী যার প্রথমাংশ আমি পাঠ করছি।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **"পরম দয়ালু ও করুণাময়, সুমহান ও সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বশক্তিমান খোদা (যিনি মহা মর্যাদাবান ও গৌরবময় নামের অধিকারী), আমাকে সম্বোধন করে নিজ ইলহামে সংবাদ প্রদানপূর্বক বলেছেন, আমার সমীপে তোমার প্রার্থনা অনুযায়ী তোমাকে আমি দয়ার একটি নিদর্শন দিচ্ছি। আমি তোমার আকুতি-মিনতি শুনেছি এবং তোমার দোয়াসমূহকে নিজ কৃপাগুণে গ্রহণ করেছি আর তোমার (হুশিয়ারপুর ও লুধিয়ানার) সফরকে তোমার জন্য কল্যাণময় করেছি। অতএব শক্তি, দয়া এবং নৈকট্যের নিদর্শন তোমাকে দেয়া হচ্ছে। কৃপা ও অনুগ্রহের নিদর্শন তোমাকে প্রদান করা হচ্ছে। বিজয় ও সাফল্যের চাবি তুমি পেতে যাচ্ছ। হে বিজয়ী! তোমার প্রতি সালাম। খোদা একথা বলেছেন যেন জীবন প্রত্যাশীরা মৃত্যুর কবল হতে মুক্তি লাভ করে, যারা কবরে চাপা পড়ে আছে তারা বেরিয়ে আসে, যেন ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব এবং আল্লাহ্‌র বাণীর মর্যাদা মানবজাতির সামনে প্রকাশিত হয়, সত্য স্বীয় কল্যাণরাজিসহ এসে উপস্থিত হয়, মিথ্যা তার যাবতীয় অকল্যাণসহ পলায়ন করে এবং মানুষ যেন বুঝতে পারে, আমিই সর্বশক্তিমান, যা চাই তা-ই করে থাকি। অধিকন্তু তারা যেন নিশ্চিতভাবে জেনে নেয়, আমি তোমার সঙ্গে আছি। যারা খোদার অস্তিত্বে অবিশ্বাসী আর খোদা, তাঁর ধর্ম এবং তাঁর কিতাব ও পবিত্র**

রসূল মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-কে অস্বীকার করে এবং অসত্য বলে মনে করে– তারা যেন একটি স্পষ্ট নিদর্শন লাভ করে আর অপরাধীদের পথ চিহ্নিত হয়ে যায়। অতএব তোমার জন্য সুসংবাদ! এক সুদর্শন এবং পবিত্র পুত্র সন্তান তোমাকে দেয়া হবে। তুমি এক মেধাবী পুত্র লাভ করবে। সেই ছেলে তোমারই ঔরসজাত এবং তোমার বংশধর হবে।" অতঃপর ভবিষ্যদ্বাণীর পরের অংশে এ সন্তানের বৈশিষ্ট্যাবলি বর্ণনা করা হয়েছে যার মাঝে দু-একটির আমি উল্লেখ করছি।

(আল্লাহ্) বলেছেন, **"সে অত্যন্ত মেধাবী ও বুদ্ধিমান হবে আর বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে তাকে সমৃদ্ধ করা হবে।"** এরপর বলেন, **"সে বন্দিদের মুক্তির কারণ হবে।"**

এ হলো সেই দীর্ঘ ভবিষ্যদ্বাণীর কয়েকটি বাক্য। পরবর্তীতে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি, আল্লাহ তা'লার কাছ থেকে সংবাদ পেয়ে তিনি যে সংবাদ দিয়েছিলেন, সে অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেই পুত্রের জন্ম হয়। (তিনি) ভবিষ্যদ্বাণীর সবকটি অংশের সত্যায়নকারী ও সত্যায়নস্থল প্রমাণিত হন, যার সংখ্যা পঞ্চাশ বা বায়ান্ন। যাহোক, যেমনটি আমি বলেছি, ভবিষ্যদ্বাণীর দু-তিনটি বাক্যই আমি (খুতবার জন্য) নির্বাচন করেছি। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-র বায়ান্ন বছর বিস্তৃত খিলাফতকালের প্রতিটি দিন এ ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতার প্রমাণ বহন করছে। অস্বীকারকারী কোনো বিরোধী (হয়ত) আমাদের বলতে পারে যে, আহমদীরা তো এই ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতার যুক্তি দিবেই এবং বলবে যে, এ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়ে গেছে, কিন্তু (তোমরা) কোনো অকাট্য প্রমাণ উপস্থাপন করো। এসব হলো আপত্তিকারীদের গোঁয়ার্তুমি; নতুবা যেমনটি আমি বলেছি, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-র যুগের প্রতিটি দিন জামা'তে আহমদীয়ার উন্নতির এক সমুজ্জ্বল প্রমাণ। যাহোক, ভবিষ্যদ্বাণীর যেসব দিক আমি উল্লেখ করেছি সে সম্পর্কে এমন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিবর্গের সাক্ষ্য উপস্থাপন করছি যাদের আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সাথে কোনো সম্পর্ক নাই, কিন্তু তারা উপমহাদেশের সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব।

যেমন, মওলানা গোলাম রসূল মেহের সাহেব একজন সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। তিনি ১৮৮৫ সনে জলন্ধরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন গবেষক, লেখক, সাহিত্যিক , সাংবাদিক ও ইতিহাসবিদ ছিলেন। **'দৈনিক জমিদার'** পত্রিকার সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। পরবর্তীতে মওলানা আব্দুল মজীদ সালেক সাহেবের সাথে যৌথভাবে লাহোর হতে 'দৈনিক ইনকিলাব' পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯৬৬ সনের ২০ এবং ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে লাহোরের শেখ আব্দুল মাজেদ সাহেব, মওলানা (গোলাম রসূল) সাহেবের কাছে আসেন। কথোপকথনের এক পর্যায়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) সম্পর্কে মওলানা গোলাম রসূল মেহের সাহেব বলেন, **"আপনাদের কোনো পুস্তকে এই মহান ব্যক্তির মহান কর্মযজ্ঞ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গীণভাবে জানা যায় না। আমরা তাঁকে খুবই কাছে থেকে দেখেছি। অনেকবার সাক্ষাৎও করেছি। একান্তে মতবিনিময় করেছি। মুসলমান জাতির জন্য তাঁর সত্তা ত্যাগের মূর্ত প্রতীক ছিল।"** পুনরায় তিনি বলেন, **একবার রাতারাতি আমাকে কাদিয়ান গিয়ে হযরত সাহেবের সাথে পরামর্শ করতে হয়েছিল। সেই সফর (যেন) আজও আমার চোখের সামনে ভাসছে। মানবতার জন্য সেই ব্যক্তি অর্থাৎ মুসলেহ্ মওউদের হৃদয়ে গভীর বেদনা ছিল। যেখানেই মুসলমান জাতির উন্নতি ও কল্যাণের প্রশ্ন আসতো তাঁর অনুসরণীয় পরামর্শ আমাদের মনোবল বৃদ্ধির কারণ হতো। এমন অবস্থায় জাতির বেদনায় তাঁর দেহের রন্ধ্র রন্ধ্র বেদনায় বিহ্বল হয়ে যেতো। ফির্কাবাজীর লেশমাত্র আমি তাঁর সত্তায় দেখি নি। মির্যা সাহেব (রা.) প্রখর বুদ্ধিমান ছিলেন।** [ভবিষ্যদ্বাণীর বাক্য ছিল, **"সে অত্যন্ত ধীমান ও প্রজ্ঞাবান হবে।"** অআহমদীরাও এর সাক্ষ্য দিচ্ছে।] এরপর আলাপচারিতার ধারা বজায় রেখে (তিনি) বলেন,

আমি পাক-ভারতে এমন কোনো রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতা দেখি নি যার মস্তিষ্ক ব্যবহারিক রাজনীতিতে এমনভাবে কাজ করে যেমনটি মির্যা সাহেবের মস্তিষ্ক কাজ করত। নিঃস্বার্থ পরামর্শ, সুস্পষ্ট প্রস্তাবাবলি এবং সঠিক কর্মপন্থা এবং কর্মের সঠিক রূপরেখা প্রদান ছিল তাঁর (অনন্য) বৈশিষ্ট্য। তাঁর মৃত্যুতে আমি গভীরভাবে শোকাহত। তিনি বলেন, **আমি ইসমাঈল পানিপথি সাহেবকে সমবেদনাপত্র প্রেরণ করেছি। সেই পত্রে একথাও লিখে দিয়েছি যে, তিনি চাইলে হযরত সাহেব সংক্রান্ত সমবেদনামূলক বাক্যাবলি ছাপিয়েও দিতে পারেন। পরিতাপ! মুসলমানরা মির্যা সাহেবের মূল্যায়ন করে নি। বিরোধিতার প্রবল তুফান সত্ত্বেও আমি মির্যা সাহেবকে কখনো বিষন্ন এবং (মুসলিম স্বার্থের বিষয়ে) ভ্রুক্ষেপহীন দেখি নি। মির্যা সাহেবের হৃদয়-প্রদীপ সদাই প্রজ্জ্বলিত ছিল। আমরা নৈরাশ্য ও হতাশার মূর্ত প্রতীক হয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে যেতাম আর যখন বের হতাম তখন মনে হতো, হতাশার ঘন মেঘ কেটে গেছে এবং অচিরেই লক্ষ্য অর্জিত হতে যাচ্ছে। তিনি অকাট্য যুক্তি দিতেন এবং বাস্তবসম্মত কথা বলতেন। আর কেবল এতেই ক্ষান্ত হতেন না বরং এর সাথে সকল প্রকার ত্যাগতিতিক্ষা ও সহযোগিতার প্রস্তাবও দিতেন যা আমাদের সাহস ও মনোবল যোগাত।**

তাঁর বিষয়ে কাশ্মিরের সাবেক প্রধান জজ জনাব লালা কৃমর সেন সাহেব একটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। লালা কৃমর সেন সাহেব লালা ভিম সেন সাহেবের সন্তান ছিলেন। তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-র বক্তৃতা 'বিশ্বের অন্যান্য ভাষার মাঝে আরবী ভাষার মর্যাদা' সম্পর্কে ইংরেজী ভাষায় একটি অত্যন্ত মর্মস্পর্শী বক্তৃতা প্রদান করেন। সভাপতির কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পর বিশেষভাবে সকৃতজ্ঞ আবেগে বলেন,

আজ যোগ্য বক্তা আরবী ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে যে চিত্তাকর্ষক ও চমৎকার বক্তৃতা করেছেন তা শুনে আমি যারপরনাই আনন্দিত। আর একারণেও আমি আনন্দিত যে, ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সাথে আমার সম্পর্ক আছে। কেননা তাঁর পিতার কাছ থেকে আমার পিতা আরবী শিখেছিলেন। [লালা সাহেবের পিতা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে আরবী শিখেছিলেন।]

তিনি বলেন, আমি যখন বক্তৃতা শুনতে আসি তখন আমার ধারণা ছিল, বিষয় সেভাবে উপস্থাপন করা হবে যেভাবে পুরনো ধাঁচের লোকজন বর্ণনা করে থাকে। প্রসিদ্ধ আছে যে, একবার কোনো আরবের কাছে আরবী ভাষার শ্রেষ্ঠত্বের কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে সে বলে, এই শ্রেষ্ঠত্বের তিনটি কারণ রয়েছে। প্রথম কারণ হলো, আমি আরবের বাসিন্দা। তার মতে, এটি হচ্ছে আরবী ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব। দ্বিতীয়ত এটি পবিত্র কুরআনের ভাষা। ঠিক আছে, এটি যুক্তিযুক্ত কথা। তৃতীয় কারণ হলো, জান্নাতেও আরবী ভাষায় কথা বলা হবে। তিনি বলেন, আমি ভেবেছিলাম হয়ত আরবী ভাষার শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়ে এ ধরনেরই কথাবার্তা উপস্থাপন করা হবে। কিন্তু যে বক্তব্য প্রদান করা হয়েছে তা অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ ও দর্শনসমৃদ্ধ। আমি জনাব মির্যা সাহেবকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি, আমি তাঁর বক্তব্যের এক একটি অক্ষর পূর্ণ মনোযোগ এবং গভীর অভিনিবেশসহ শ্রবণ করেছি আর আমি এটি খুবই উপভোগ করেছি ও উপকৃত হয়েছি। আমি আশা করি, এই বক্তব্যের প্রভাব দীর্ঘ দিন আমার মনমস্তিষ্কে বিরাজ করবে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশুনার দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাইমারিও পাস করেন নি। এই জ্ঞানে আল্লাহ্ তা'লাই তাঁকে সমৃদ্ধ করেছিলেন, যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন; আর অআহমদীরাও এর প্রশংসা না করে পারে নি।

একজন আমেরিকান পাদরির অভিব্যক্তি শুনুন। শের ইসমাইল সাহেব পানিপথি বর্ণনা করেন, শিমলার মৌলবী উমর উদ্দীন সাহেব একবার একটি ঘটনা শুনান। তিনি বলেন, হুযূরের খলীফা নির্বাচিত হওয়ার কয়েক মাস পরে, [অর্থাৎ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) খিলাফতে সমাসীন হন ১৯১৪ সালে, এর কয়েক মাস পরে] আমেরিকার একজন বড়ো পাদরি কাদিয়ান আসেন, যিনি অনেক বড়ো একজন আলেম ও পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন এবং নিজ জ্ঞান নিয়ে গর্বও করতেন। কাদিয়ানে পৌঁছে তিনি আমাদের সামনে ধর্ম সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করেন যেগুলো খুবই বস্তুনিষ্ঠ এবং গুরুত্বপূর্ণ ছিল। একইসাথে তিনি বলেন, আমি আমেরিকা থেকে এখানে এসেছি এবং আমি মুসলমানদের প্রতিটি সভায় এই প্রশ্নগুলো তুলেছি। কিন্তু আজ পর্যন্ত মুসলমানদের কোনো বড়ো থেকে বড়ো আলেম ও পণ্ডিত এই প্রশ্নগুলোর সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারে নি। আমি এখানে বিশেষভাবে আপনাদের খলীফার সামনে এই প্রশ্নগুলো উত্থাপনের জন্য এসেছি। দেখি, খলীফা সাহেব এ প্রশ্নগুলোর কী উত্তর প্রদান করেন। বর্ণনাকারী বলেন, এই প্রশ্নগুলো এত জটিল এবং অদ্ভুত ধরনের ছিল যে, সেগুলো শুনে আমি নিশ্চিত ছিলাম– হযরত সাহেব একজন যুবকমাত্র যিনি ধর্মসংক্রান্ত কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করেন নি; বয়সও কম আর অভিজ্ঞতাও খুবই সীমিত। তিনি এ সকল প্রশ্নের উত্তর মোটেই দিতে পারবেন না আর এভাবে সারা পৃথিবীতে আহমদীয়া জামা'তের অসম্মান হবে ও দুর্নাম ছড়িয়ে পড়বে। কেননা হযরত সাহেব এ প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে না পারলে এই আমেরিকান পাদরি ফিরে গিয়ে সারা পৃথিবীতে এই অপপ্রচার করবে যে, আহমদীদের খলীফা কিছুই জানে না, খ্রিষ্টধর্মের মোকাবিলায় মোটেই দাঁড়াতে পারে না। তিনি শুধু নামসর্বস্ব খলীফা; জ্ঞান বলতে কিছুই নেই। এমন পরিস্থিতির মুখোমুখী হয়ে আমি খুবই চিন্তিত হই আর আমি চেষ্টা করি, সেই আমেরিকান পাদরি যেন হুযূরের সাথে সাক্ষাৎ না করে ফিরে যায়। কিন্তু আমি এই চেষ্টায় সফল হই নি। সেই আমেরিকান এই কথায় অটল থাকে যে, আমি অবশ্যই খলীফা সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করে যাব। নিরুপায় হয়ে আমি যাই এবং আমি হুযূরের সমীপে বলি, একজন আমেরিকান পাদরি এসেছে, আপনার কাছে কিছু প্রশ্ন করতে চায়। এখন কী করব? হুযূর (রা.) তাৎক্ষণিকভাবে ও নির্দ্বিধায় বলেন, তাকে ডেকে নাও। উপায়ান্তর না দেখে আমি তাকে ডেকে আনি, হুযূরের সমীপে উপস্থিত হই। তিনি বলেন, তাদের উভয়ের মাঝে দোভাষী আমিই ছিলাম। সেই ব্যক্তি ইংরেজিতে কথা বলছিল আর তিনি (রা.) উর্দুতে উত্তর প্রদান করছিলেন। তিনি বলেন, আমেরিকান পাদরি কিছু গতানুগতিক আলাপচারিতার পর নিজের প্রশ্নগুলো হুযূরের সমীপে উপস্থাপন করেন, যেগুলোর অনুবাদ আমি হুযূরকে শুনিয়ে দেই। হুযূর একান্ত প্রশান্তচিত্তে সেই সমস্ত প্রশ্ন শোনেন। এরপর সেগুলোর এত সন্তোষজনক তাৎক্ষণিক উত্তর প্রদান করেন যে, আমি শুনে হতভম্ব হয়ে যাই। আমার মোটেই বিশ্বাস ছিল না যে, হুযূর (রা.) এই প্রশ্নগুলোর এত তত্ত্বজ্ঞানপূর্ণ ও অনন্য উত্তর দিতে সক্ষম হবেন। আমি যখন এসব উত্তর ইংরেজিতে আমেরিকান পাদরিকে শুনাই তখন সে-ও আশ্চর্য হয়ে যায় আর বলে যে, আমি আজ পর্যন্ত এমন যৌক্তিক কথা এবং এত প্রমাণসমৃদ্ধ বক্তব্য কোনো মুসলমানের মুখে শুনতে পাই নি। মনে হয় তোমাদের খলীফা অনেক বড়ো একজন পণ্ডিত ব্যক্তিত্ব। বিশ্বের ধর্মাবলির তিনি সুগভীর জ্ঞান রাখেন। এটি বলে সে গভীর ভক্তির সাথে হুযূরের হাতে চুমু খায় এবং বিদায় নেয়। এটি হলো ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা লাভের মহিমা। একজন পাদরি যে নিজেকে পণ্ডিত জ্ঞান করতো– সে-ও ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেছে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-র একটি পুস্তিকা হলো 'নেহরু রিপোর্ট এবং মুসলমানদের স্বার্থ'। এটি সম্পর্কে এক ব্যক্তি লিখেছেন যে, হুযূরের এই সময়োপযোগী দিকনির্দেশনার কল্যাণে মুসলমানদের উচ্চ শ্রেণির লোকেরা অনেক কৃতজ্ঞ হয়েছে এবং মুসলমানদের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে এটিকে অত্যন্ত পছন্দ করা হয়েছে। বড়ো বড়ো ধর্মীয় নেতারা প্রশংসাসূচক ভাষায় এর সাধুবাদ জানিয়েছে এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন যে, আহমদীয়া জামা'তের শ্রদ্ধেয় ইমাম একান্ত প্রয়োজনের সময় মুসলমানদের সাহায্য করেছেন। অনেকেই হযরত মুফতী মুহাম্মদ সাদেক সাহেবকে বলে যে, আসল এবং ব্যবহারিক কাজ তো আপনাদের জামা'তই করছে। আপনাদের জামা'তে যে শৃঙ্খলা রয়েছে তা অন্য কোথাও দেখা যায় না।

কোলকাতার নিষ্ঠাবান আহমদী জনাব দৌলত আহমদ খান সাহেব বি.এ, এল.এল.বি সুলতান পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক উক্ত রিভিউকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে এবং ছোট্ট অথচ সুন্দর একটি পুস্তিকা হিসেবে প্রকাশ করেছেন। বাংলা ভাষাভাষীদের মাঝে এটি খুবই সমাদৃত হয়েছে। একজন সম্মানিত শিক্ষিত অআহমদী নেহরু রিপোর্ট-এর রিভিউ পাঠ করে এতটা প্রভাবিত হন যে, তিনি ইসলামের উন্নয়ন বিষয়ক সেক্রেটারির নামে একটি পত্রে লিখেন, আমার একান্ত বাসনা হলো হযরত খলীফা সাহেবকে দেখি এবং তাঁর দর্শন লাভ করি। কেননা আমার হৃদয়ে তাঁর অনেক সম্মান রয়েছে। আপনি অনুগ্রহ করে হযরত সাহেবের সমীপে এই অধমের সালাম নিবেদন করবেন এবং এটিও বলবেন যে, এক সেবকের পক্ষ থেকে মোবারকবাদ গ্রহণ করুন, কেননা যে বিপজ্জনক পরিস্থিতির ভেতর দিয়ে ইসলাম এখন অতিবাহিত হচ্ছে– আপনি একান্ত উত্তমরূপে তাথেকে সেটিকে রক্ষা করছেন। আর শুধুমাত্র ধর্মীয় দিক থেকেই দেখাশুনা করছেন না বরং রাজনৈতিক বিষয়াদিতেও মুসলমানদের পথ নির্দেশনা প্রদান করছেন। আমি নেহরু রিপোর্ট সম্পর্কে আপনার চিন্তাধারা সম্পর্কে পড়েছি। এটি আমার দৃষ্টিতে আপনার মর্যাদাকে আরো বৃদ্ধি করেছে। আমি যেখানে আপনাকে অনেক বড়ো ধর্মীয় আলেম মনে করি, সেখানে একজন দক্ষ রাজনীতিবিদও মনে করি।

'সিয়াসত' পত্রিকা লাহোর থেকে প্রকাশিত হতো। ১৯৩০ইং এর ২রা ডিসেম্বর এটি লিখেছে যে, ধর্মীয় মতপার্থক্যকে একপাশে রেখে দেখলে বুঝা যায়, জনাব বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ সাহেব প্রকাশনা জগতে যে অবদান রেখে গেছেন তা বিশালতা ও উপকারিতার দিক থেকে সকল প্রকার প্রশংসার যোগ্য। রাজনীতির মাঠে নিজ জামা'তকে সাধারণ মুসলমানদের সমান্তরালে চালানোর ক্ষেত্রে যে কর্মপদ্ধতির সূচনা করে সেটাকে নিজ নেতৃত্বে সফল করেছেন, তা-ও প্রত্যেক ন্যায়পরায়ণ মুসলমান ও সত্যসচেতন ব্যক্তির কাছ থেকে প্রশংসা কুড়িয়ে থাকে। এক বিশাল জনগোষ্ঠী তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞায় বিশ্বাসী। নেহরু রিপোর্টের বিরুদ্ধে মুসলমানদেরকে একত্রিত করা, সাইমন কমিশনের সামনে মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করা, সমসাময়িক বিষয়ে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে যুক্তিসমৃদ্ধ বিতর্ক এবং মুসলমানদের অধিকার আদায়ের অনুকূলে যুক্তিপ্রমাণসমৃদ্ধ পুস্তকাদি প্রকাশের ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত প্রশংসনীয় কাজ করেছেন। বর্তমানে আলোচ্য পুস্তক সাইমন কমিশন রিপোর্টের ব্যাপারে তাঁর পর্যালোচনা যা ইংরেজি ভাষায় লেখা হয়েছে, এটি পাঠে তাঁর জ্ঞানের ব্যাপকতা সম্পর্কে ধারণা লাভ হয়। তাঁর বর্ণনাভঙ্গি সাবলীল যা মানুষকে মানতে বাধ্য করে। তাঁর ভাষা খুবই মার্জিত ও শালীন।

ইরাকের অবস্থার প্রেক্ষিতে অল ইন্ডিয়া রেডিও লাহোরে তিনি (রা.) বক্তৃতা করেছিলেন। এই বিষয়েও অভিমত রয়েছে। ইরাকের পরিস্থিতির সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্

মওউদ (রা.) একটি বক্তৃতা করেছিলেন যা অল ইন্ডিয়া রেডিও স্টেশন লাহোর থেকে ২৫শে মে ১৯৪১ইং প্রচারিত হয়। এই বক্তৃতার কারণ ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানি ও ইতালির ইরাকের ওপর আক্রমণ।

দিল্লির বিখ্যাত শিখ পত্রিকা 'রিয়াসত' ২রা জুন ১৯৪১ইং এসম্পর্কে নিম্নবর্ণিত মন্তব্য প্রকাশ করেছে।

বলা হয়ে থাকে, পরাধীন জাতি ও পরাধীন দেশের চরিত্রের সবচেয়ে দুর্বল দিক হলো, সেসব জাতির লোকেরা নৈতিক সততা ও সাহস হারিয়ে বসে। চাটুকারিতা, মিথ্যা, তোষামোদ এবং ভীরুতার অভ্যাস তাদের মাঝে প্রকট হয়ে উঠে। ইরাকের রশীদ আলীর দৃষ্টান্ত দিচ্ছে, ইরাকের রশীদ আলী বৃটিশ সরকার অথবা বৃটিশ প্রজাদের দৃষ্টিকোণ থেকে ভ্রান্তিতে থাকলেও অথবা বৃটিশদের সাথে তার যুদ্ধ করা অযৌক্তিক হলেও একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, এই ব্যক্তি নিজ দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছে। তাকে কোনোভাবেই নিজ দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতক অথবা ট্রেইটর বলা যায় না। কিন্তু আমাদের পরাধীন দেশের শাসক এবং নেতাদের চরিত্র দেখুন, যারা ইরাকের নেতার ব্যাপারে বক্তৃতা করে সে রশীদ আলীকে বিশ্বাসঘাতক বলে চিৎকার করছে। যে নেতা যুদ্ধের ব্যাপারে বিবৃতি দেয়, সর্বপ্রথম সে রশীদ আলীকে বিশ্বাসঘাতক আখ্যা দেয়, এরপর নিজ কথার সূচনা করে। এসব শাসক ও নেতাদের চরিত্র অর্থাৎ এসব মুসলমান এবং হিন্দুস্তানের কতিপয় অন্যান্য নেতার চরিত্র দাসত্বের কারণে এতটাই হীন যে, এরা অন্যায় তোষামোদ ও চাটুকারিতাকেই দেশ অথবা সরকারের সেবা মনে করে। আমাদের শাসক ও নেতাদের এমন অজ্ঞতাপূর্ণ তোষামোদের বিপরীতে কাদিয়ানের আহমদী জামা'তের নেতার নৈতিক সাহস, তাঁর উন্নত চরিত্র এবং তাঁর সুস্পষ্ট বক্তৃতা, সাগ্রহে ও সানন্দে অনুভব করা হবে, যার প্রকাশ তিনি পূর্বের সপ্তাহে রেডিওতে নিজ ভাষণে করেছেন।

এটি জাতিকে বন্দিদশা থেকে মুক্ত করার তাঁর প্রচেষ্টা ছিল।

মওলানা মুহাম্মদ আলী জওহর সাহেব ১৮৭৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৩১ সালে মৃত্যু বরণ করেন। তিনি রামপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কোলকাতা থেকে সাপ্তাহিক পত্রিকা 'কমরেড' প্রকাশ করেন। তিনি দিল্লী থেকে 'হামদার্দ' নামেও একটি উর্দু পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯২৩ সালে 'অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস'-এর সভাপতি নির্বাচিত হন, 'গোলটেবিল বৈঠক'-এ অংশগ্রহণের জন্য লন্ডনে যান; আর সেখানেই তিনি ১৯৩১ সালের ৪ঠা জানুয়ারী মৃত্যু বরণ করেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা, এর দৃঢ়তা ও বিনির্মাণ এবং এর উন্নতির প্রতিটি পর্যায়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-র অবদান ছিল অতুলনীয়। আজ এরা বলে যে, আহ্মদীরা কী করেছে? এ তো স্বয়ং অআহমদী স্বীকার করছেন যে, উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে আহমদীরা। মওলানা মুহাম্মদ আলী জওহর সাহেব এ বিষয়ে তার অভিব্যক্তি ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৭ সালে তার পত্রিকা 'হামদার্দ'-এ লিখেন।

তিনি লিখেন, এটি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশের নামান্তর হবে যদি এ স্থলে জনাব মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ ও তাঁর এই সুশৃঙ্খল জামা'তের উল্লেখ না করি, যারা ধর্মীয় মতপার্থক্যের ঊর্ধ্বে থেকে তাদের পূর্ণ মনোযোগ মুসলমানদের কল্যাণার্থে নিবেদিত করেছে। এরা অর্থাৎ মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ এবং তাঁর জামা'ত একদিকে যেখানে মুসলমানদের রাজনীতিতে আগ্রহ দেখাচ্ছেন, সেখানে মুসলমানদের সাংগঠনিক শক্তি, তবলীগ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের (উন্নতির) ক্ষেত্রেও নিরলস চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এ হলো আহ্মদীদের ভূমিকা। মনোযোগ দিয়ে শুনুন কী বলছেন! বলছেন, আর সে সময়টি

দূরে নয় যখন এই সুসংগঠিত ফির্কার কর্মপদ্ধতি সার্বিকভাবে সব মুসলমানের জন্য আর বিশেষভাবে সে–সকল ব্যক্তিদের জন্য আলোকবর্তিকা প্রমাণিত হবে যারা বিসমিল্লাহ্‌র গম্বুজে বসে ইসলামের সেবার বড়ো বড়ো অথচ অন্তঃসারশূন্য আস্ফালনে রত। অর্থাৎ বড়ো বড়ো মিম্বরে চড়ে ধর্মীয় নেতা সেজে বড়ো বড়ো দাবি করে থাকে। কিন্তু তিনি বলছেন, এগুলো কেবল তাদের অন্তঃসারশূন্য ও হীন দাবি মাত্র, কিন্তু এরা (আহ্‌মদীরা) তাদের জন্য আলোকবর্তিকা সাব্যস্ত হবে। তোমরা দেখো! এই দিন অবশ্যই একদিন আসবে। এ হলো ন্যায়পরায়ণ আলেমদের অভিমত। বর্তমান যুগের নামসর্বস্ব আলেম যারা আহ্‌মদীদেরকে পাকিস্তান ও ইসলামের শত্রু বলে অভিহিত করে থাকে তাদের উচিত এই আয়নায় নিজেদের চেহারা দেখা যে, ইসলামের জন্য হৃদয়ে বেদনা কি আহ্‌মদীরা লালন করে নাকি এসব নামধারী আলেমরা।

সৈয়দ হাবীব সাহেব নামক এক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ১৮৯১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। উর্দূ ভাষার একজন প্রসিদ্ধ ও সম্মানিত সাংবাদিক ছিলেন। তিনি 'ফুল অওর তেহযিবে নিসওয়াঁ' পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন। তিনি 'নুকুশ', 'সিয়াসত' এবং 'দৈনিক গাজী' পত্রিকা চালু করেন। অত্যন্ত নির্ভীক এবং সাহসী সাংবাদিক ছিলেন। ১৯৫১ সালে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। 'অল ইন্ডিয়া কাশ্মীর কমিটি' ১৯৩১ সালের ২৫শে জুলাই গঠিত হয়। যখন কমিটি গঠিত হয় তখন সব মুসলমানের ঐকমত্যের ভিত্তিতে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) সভাপতি নির্বাচিত হন; যাহোক হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) একটি সময়ে এসে এই কমিটির সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) যখন এই কমিটির সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করেন, তখন সৈয়দ হাবীব সাহেব ১৯৩৩ সনের ১৮ই মে তারিখে প্রকাশিত তার পত্রিকা 'সিয়াসত লাহোর'-এ লিখেন, আমার জ্ঞানমতে যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও ড. আল্লামা ইকবাল সাহেব এবং মালেক বরকত আলী সাহেব উভয়ে সম্মিলিতভাবেও এই দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না। এভাবে এটি মানুষের সামনে স্পষ্ট হয়ে যাবে, যে যুগে কাশ্মীরের অবস্থা সঙ্গীন ছিল সে যুগে যারা ভিন্ন মতাদর্শী হওয়া সত্ত্বেও মির্যা সাহেবকে সভাপতি নির্বাচিত করেছিলেন, তারা কাজের সফলতাকে দৃষ্টিতে রেখে সর্বোত্তম নির্বাচন করেছিলেন। সে সময় যদি ভিন্ন মতাদর্শী হবার কারণে মির্যা সাহেবকে নির্বাচন করা না হতো তাহলে এই আন্দোলন সম্পূর্ণরূপে মুখ থুবড়ে পড়তো এবং এই মুসলিম জাতি মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হতো। আমার দৃষ্টিতে মির্যা সাহেবের পৃথক হয়ে যাওয়া প্রকারান্তরে কমিটির মৃত্যুর নামান্তর। সারকথা হলো, আমাদের নির্বাচন কতটা সঠিক তা এখন পৃথিবীর সামনে স্পষ্ট হয়ে যাবে। এখন বুঝা যাবে যে, মির্যা সাহেব কী কাজ করেছিলেন আর ড. আল্লামা সাহেব কী কাজ করেন এবং তাদের কমিটি তাঁর (মির্যা সাহেবের) অনুপস্থিতিতে কী কাজ করে। পরবর্তীতে কী হয়েছিল জগত তা দেখেছে। সব কিছুই চোখের সামনে রয়েছে। তিনি এ কাজ কেন করেছেন? এর কারণ হলো, তাঁর বন্দিদের পরিত্রাণের মাধ্যম হবার কথা ছিল। তিনি নেতৃত্ব তো ছেড়ে দিয়েছিলেন আর পরবর্তীতেও কমিটি অনেক কাজ করেছে, কিন্তু সে সহমর্মিতার কারণে আড়ালে থেকেও সাধ্যানুযায়ী যতটুকু সাহায্য করতে পারতেন তা করেছেন, আর ইতিহাস এর সাক্ষী।

অতঃপর রয়েছেন মওলানা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী সাহেব। তিনি ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ভারতবর্ষের উর্দূ সাহিত্যের একজন লেখক, কলামিস্ট, গবেষক এবং কুরআনের মুফাস্‌সিরও ছিলেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-র প্রয়াণে মওলানা

আব্দুল মাজেদ সাহেব ১৮ই নভেম্বর, ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে লক্ষ্ণৌ থেকে প্রকাশিত তার পত্রিকা **'সিদকে জাদীদ'**-এ লিখেন,

তাঁর অন্যান্য বিশ্বাস যেমনই হোক না কেন, কুরআন ও কুরআনের জ্ঞানভাণ্ডারের বিশ্বব্যাপী প্রসার ও এর সর্বজনীন প্রচারের নিমিত্তে তিনি যে গভীর কর্মতৎপরতা ও দৃঢ়তার সাথে সারাজীবন চেষ্টাপ্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন, এর পুরস্কার আল্লাহ্ তা'লা তাকে প্রদান করুন। তিনি স্বয়ং কুরআনের তফসীরকারক অথচ তিনি নিজে মুসলেহ্ মওউদ সম্পর্কে এ কথা বর্ণনা করছেন। আর তার এসব সেবামূলক কাজের জন্য তার সাথে ক্ষমার আচরণ করুন। এরপর লিখেন, জ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে যদি দেখি তবে বলতে হয়, কুরআনে বিধৃত গূঢ় সত্য ও তত্ত্বজ্ঞানভাণ্ডারকে বোধগম্য করতে গিয়ে যে অনুবাদ ও সাবলীল তফসীর তিনি করে গেছেন– তারও এক সুউচ্চ ও স্বতন্ত্র পদমর্যাদা রয়েছে।

মুসলমানদের মাঝে একজন তফসীরকারক স্বয়ং এটি স্বীকার করছেন।

বিশ্বাসের ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও যাতে তিনি নিজেকে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে জ্ঞান করে থাকবেন, হযরত মুসলেহ্ মওউদের (রা.) কুরআন ও ইসলাম সেবার প্রশংসা না করে পারেন নি।

বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে পরিপূর্ণ করার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্ তা'লা তার সম্পর্কে দিয়েছিলেন, তাই অন্য কারো পক্ষে তাঁর যুগে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার (কথা) বলা সম্ভব ছিল না ? বরং পরবর্তীতে আগমনকারীরাও তাঁর জ্ঞানকে কাজে লাগালেই কেবল সঠিক পথে ধাবমান হতে পারবে।

এরপর রয়েছেন ড. আল্লামা মোহাম্মদ ইকবাল সাহেব। তার বরাতে জামা'তের বিরুদ্ধে অনেক উচ্চবাচ্য করা হয়ে থাকে। কিন্তু তার এ সকল কথাও সংরক্ষিত রয়েছে। ২৪শে মার্চ, ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে লাহোরে একটি জলসা হয় যার সভাপতিত্ব করেছেন আল্লামা ইকবাল। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) সেখানে বক্তব্য প্রদান করেন। বক্তব্য শেষে আল্লামা সাহেব বলেন, দীর্ঘদিন পর লাহোরে এমন তথ্যসমৃদ্ধ বক্তব্য শোনার সুযোগ হয়েছে। বিশেষত, মির্যা সাহেব কুরআন শরীফের আয়াতসমূহ থেকে যেসব দলিল গ্রহণ করেছেন তা অত্যন্ত চমৎকার। আমি আমার বক্তব্যকে দীর্ঘায়িত করতে পারছি না, পাছে এই বক্তৃতার [অর্থাৎ মুসলেহ্ মওউদের বক্তৃতার] যে স্বাদ আমি অনুভব করছি তা উবে না যায়।

ইতিহাসের অধ্যাপক সৈয়দ আব্দুল কাদের সাহেব এম.এ লাহোরের ইসলামীয়া কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লাহোরে **'ইসলাম মেঁ ইখতিলাফাত কা আগায'** বা "ইসলামে মতবিরোধের সূচনা" এ বিষয়ে একটি বক্তব্য প্রদান করেছিলেন। অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা ছিল। ইনি সভাপতিত্ব করছিলেন। সভাপতির ভাষণে সৈয়দ আব্দুল কাদির সাহেব বলেন, "জ্ঞানী পিতার জ্ঞানী পুত্র হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন নামটিই একথার যথেষ্ট প্রমাণ যে, এই বক্তব্য অত্যন্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ। আমি নিজেও ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে মোটামুটি জানি। আমি দাবির সাথে বলতে পারি, মুসলিম ও অমুসলিম খুব কম ইতিহাসবিদ আছেন যারা হযরত উসমান (রা.)-র খিলাফতকালীন মতবিরোধের গভীরে অবগাহন করতে পেরেছেন এবং সেই ধ্বংসাত্মক প্রথম গৃহযুদ্ধের কারণ বুঝতে সক্ষম হয়েছেন। হযরত মির্যা সাহেব কেবল গৃহযুদ্ধের কারণই বুঝতে সক্ষম হন নি বরং তিনি ঘটনাগুলো অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতায় বর্ণনা করেছেন যেগুলোর কারণে মুসলিম খিলাফত দীর্ঘকাল অনিশ্চয়তার দোলাচালে দুলছিল। আমার মনে হয়, ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে আগ্রহী বন্ধুদের দৃষ্টিতে এমন যুক্তিপূর্ণ নিবন্ধ পড়ে নি।"

ভারত সংক্রান্ত ব্রিটিশ মন্ত্রী এডউইন স্যামুয়েল মন্টেগু ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারতীয় বিষয়াদির জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সেক্রেটারি অফ স্টেট ছিলেন। তিনি সেই সময়ে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারত সংক্রান্ত বিষয় দেখাশুনার জন্য সেক্রেটারি অফ স্টেট ছিলেন যখন পাক-ভারত উপমহাদেশ ব্রিটিশ সরকারের অধীনে ছিল। ১৯১৭-১৯১৮ সালে তিনি এই পদে দায়িত্বরত ছিলেন। সেই দিনগুলোতে তিনি ভারতের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য ভারত সফরে যান। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তার নিকট অর্থাৎ ভারত সংক্রান্ত মন্ত্রীর নিকট একটি ভাষণ আকারে ভারতের বিষয়গুলি সমাধানের জন্য একটি সুস্পষ্ট ও বিশদ নির্দেশিকা প্রেরণ করেছিলেন। এই ভাষণটি তার নিকট লাহোরে উপস্থাপন করা হয় যেটি হযরত স্যার জাফরুল্লাহ খান সাহেব পাঠ করে শোনান। হুযূর (রা.) নিজেও মন্ত্রী সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। মন্টেগু সাহেব এই ভাষণটি বিস্তারিতভাবে নিজ ডায়েরিতে নোট করেন যা তার মৃত্যুর পর An Indian Diary নামে প্রকাশিত হয়। তিনি ১৫ই নভেম্বর, ১৯১৭ তারিখের পাতায় লিখেন:

চতুর্থ প্রতিনিধি দল ছিল আহমদীদের যারা মুসলমানদেরই একটি সম্প্রদায়। তারা মুসলমান আর তারা মানবতার ঐক্যে বিশ্বাসী এবং সকল নবীর প্রতি বিশ্বাস রাখে। তারা একটি বিস্তারিত পাণ্ডুলিপি পাঠ করে শোনান যা তাদের হুযূর লিখেছেন। আমার সামনে উপস্থাপিত সকল পাণ্ডুলিপির চেয়ে এটি বেশি উন্নত মানের ছিল। কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যদের নির্বাচন এবং আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত সকল প্রতিনিধি দলের প্রস্তাবগুলোর চেয়ে এই পাণ্ডুলিপি ছিল উত্তম যা গভীর চিন্তাভাবনার পর পরম বুদ্ধি খাটিয়ে প্রস্তুত করা হয়েছে। তার শেষ কথার মূল শব্দগুলো হলো:

He has a good mind and had carefully thought out his constitutional scheme.

অর্থাৎ, তাঁর মেধা অত্যন্ত প্রখর এবং খুবই সাবধানতার সাথে গভীর চিন্তাভাবনার পর আমাদেরকে একটি আইনগত স্কীম প্রদান করেছেন।

ইনি একজন শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ যিনি এমন একজন ব্যক্তি সম্পর্কে একথা বলছেন যার কোন জাগতিক শিক্ষাদীক্ষা ছিল না। এটি হবেই না কেন! ভবিষ্যদ্বাণীতে যে রয়েছে, আল্লাহ্ তা'লা তাকে জাগতিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ করবেন। হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট চৌধুরী মুহাম্মদ আকবর খাঁন ভাট্টি সাহেব বলেন: একটি ঘটনার উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। সাপ্তাহিক 'পারেস' পত্রিকার সম্পাদক লালা করম চান্দ একবার কয়েকজন সাংবাদিকের একটি প্রতিনিধি দলের সাথে কাদিয়ানের সালানা জলসায় অংশগ্রহন করেন। সেখান থেকে ফিরে আসার পর তারা তাদের পত্রিকায় একের পর এক প্রবন্ধে এমনভাবে মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ সাহেবের নেতৃত্বের বিচক্ষণতা ও ব্যক্তিত্বের উল্লেখ এমনভাবে করেন যে, সেগুলোর কারণে বিরোধীদের মাঝে হইচই পড়ে যায়। তিনি আমাকে বললেন, আমরা তো জাফরুল্লাহ্ খাঁন সাহেবকে অনেক বড়ো ব্যক্তি মনে করতাম; [জাফরুল্লাহ্ খান সাহেব সেসময় ভাইসরয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন;] কিন্তু মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদের সামনে তার অবস্থা মক্তবের শিশুর মতো। তিনি সকল বিষয়ে তার চেয়ে ভালো মতামত রাখেন, অর্থাৎ মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ সকল বিষয়ে জাফরুল্লাহ খান সাহেবের চেয়ে উত্তম জ্ঞান রাখেন এবং উত্তম দলিল উপস্থাপন করেন। তাঁর মধ্যে অসাধারণ সংগঠনিক দক্ষতা রয়েছে আর এমন ব্যক্তি কোনো রাষ্ট্রকে খুব সহজেই উন্নতির শিখরে নিয়ে যেতে পারে।

দেশ বিভাগের পর মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ সাহেব একবার ল' কলেজে 'দেশের উন্নতির সম্ভাবনা' বিষয়ে কয়েকটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সেই বক্তৃতাসমূহে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বিজ্ঞ প্রভাষকের মতো ব্ল্যাকবোর্ড ও গ্রাফের সাহায্যে বিভিন্ন বিষয়ের বিশ্লেষণাত্মক চিত্র তুলে ধরেন। লেখক বলছেন, একটি কথা আমার মনে আছে আর সেটি হলো তিনি বলেছেন, পরিতাপের বিষয় হলো 'দেশ বিভাগের পূর্বে হিন্দুস্তানের উপকূলীয় দ্বীপসমূহ যেমন লাক্ষাদ্বীপ, স্বর্ণদ্বীপ, বালাদ্বীপ ইত্যাদির প্রতি মনোযোগ দেয়া হয় নি। এই উপকূলীয় দ্বীপসমূহের অধিকাংশ জনবসতি হলো মুসলমান আর প্রতিরক্ষার দিক থেকে সেগুলোর গুরুত্ব অনেক বেশি। এই বক্তৃতা শুনে শ্রোতামণ্ডলীর মোটের ওপর এই অভিব্যক্তি ছিল যে, দেশভাগের কার্যক্রমে যদি খলীফা সাহেবেরও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হতো! অযথা বিদ্বেষ ও আত্মপ্রতারণায় লিপ্ত হয়ে জাতীয় পর্যায়ে মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদের আল্লাহ্ প্রদত্ত যোগ্যতাকে কাজে লাগানোর সুযোগ হাতছাড়া করা হয়েছে। একজন বিচারপতি ব্যক্তিগত কোনো বৈঠকে এ কথা স্বীকার করেছেন যে, তাঁর সমূহ শ্রেষ্ঠত্ব সত্ত্বেও এই অসাধারণ বিষয়াদি সম্পর্কে বিন্দুমাত্র কোনো ধারণা ছিল না। মির্যা মাহমুদ আহমদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ শুনে তার জ্ঞানের সকল প্রকোষ্ঠ আলোকিত হয়ে উঠেছে এবং প্রথমবারের মতো ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে তিনি প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করেছেন।

সুতরাং হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-ই সেই ব্যক্তিত্ব যিনি পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্বে ও পরে পাকিস্তানের পক্ষে অনেক উচ্চাঙ্গের মতামত প্রদান করেছেন আর শিক্ষিত শ্রেণির মনমস্তিষ্ককে তিনি আলোকিত করেছেন। তারা হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-র কথা শুনে এমনভাবে বিমোহিত হয়ে গিয়েছিল যে, তারা তাঁর সামনে নিজেদেরকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র জ্ঞান করছিল আর সেসব বিষয় সম্বন্ধে তাদের কোনো জ্ঞানই ছিল না।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) যখন দামেস্ক সফর করেন তখন দামেস্কের একটি পত্রিকা 'আখবারুল ইমরান' ১০ই আগস্ট ১৯২৪ তারিখের সংখ্যায় 'দামেস্কে মাহ্দী' নামক প্রবন্ধে লিখেছে যে, যখন রাজধানীতে তাঁর আগমনের সংবাদ প্রকাশিত হয় তখন দামেস্কের অনেক জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিত্ব তাঁর সাথে কথা বলার জন্য এবং তাঁর জামা'তের শিক্ষা সম্পর্কে মুনাযেরা ও মুবাহাসা করার জন্য তাঁর কাছে পৌঁছে যায়। পত্রিকার প্রবন্ধকার লিখেন, তারা তাঁকে অনেক বড়ো গবেষক, আলেম সব ধর্মের ইতিহাস ও দর্শনের গভীর ব্যুৎপত্তির অধিকারী এবং ঐশী শরীয়তের প্রজ্ঞা ও দর্শনে আলোকিত একজন ব্যক্তিত্ব হিসেবে দেখতে পান। এটি একটি আরবী পত্রিকার সাক্ষ্য।

এরপর ইসরাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে যে পরিকল্পনা করা হচ্ছিল এবং ইসরাঈল গঠিত হলে কী হবে– এ বিষয়ে তিনি (রা.) ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে মুসলমানদের বাস্তবতা সম্পর্কে অবগত করে সতর্ক করার চেষ্টা করেছেন। ইসরাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয়ে যাবার পরও তিনি এই কাজ অব্যাহত রাখেন। এই বিষয়ে তিনি 'আল-কুফরু মিল্লাতুন ওয়াহিদা' (সকল কাফের মূলত একটি দল) শীর্ষক একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। এটিকে আরব দেশ ও আরবদের কাছে অনুবাদ করে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হয় আর আরবদের ও মুসলিম বিশ্বকে সেখানে সতর্ক করে লিখেন, এখনও সময় আছে, সতর্ক হয়ে যাও। এই প্রবন্ধের বিষয়ে বেশ কয়েকটি আরব পত্রিকাও উল্লেখ করে প্রচার করে আর প্রশংসা করে। তিনি (রা.) সেটিতে নিজের ভাবাবেগ প্রকাশ করেন, কী আশংকা রয়েছে সেটি উল্লেখ করেন এবং যে যে পরিণতি হতে পারে বলে উল্লেখ করেছিলেন, আজ ঠিক ওই সকল পরিণতিই আমরা

যুদ্ধের মাঝে প্রত্যক্ষ করছি। পরিতাপ, মুসলমানরা যদি সেই সময় গুরুত্ব দিত! আজও যদি তারা কথা শোনে ও মানে তাহলে পরিস্থিতি ভিন্ন মোড় নিতে পারে।

এই প্রসঙ্গে বাগদাদের আশ-শুরা নামক একটি পত্রিকা ১৮ই জুন ১৯৪৮ সনের সংখ্যায় বিস্তারিত নিবন্ধ প্রকাশ করেছে। একইভাবে দামেস্ক থেকে প্রকাশিত আখবার আল-আম্বার এই প্রবন্ধটির জন্য সাধুবাদ জানায়। এটি এমন একটি প্রবন্ধ যেটি আহমদীদেরও পড়া উচিত। এতে অনেক বিষয়ে জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে।

সর্দার শওকত হায়াত খান সাহেব ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি নিজের গ্রন্থ 'গুমগাশতা কওম' The Nation That Lost Its Soul (যে জাতি নিজের নৈতিকতা হারিয়ে বসেছে- অনুবাদক)-এর মাঝে লিখেছেন, একদিন আমার নিকট কায়েদে আযমের নিকট থেকে এমর্মে একটি বার্তা পাঠানো হয় যে, 'শওকত! আমি শুনলাম, তুমি বাটালা যাচ্ছ যা কাদিয়ান থেকে ৫ মাইল দূরত্বে অবস্থিত। তুমি সেখানে (অর্থাৎ কাদিয়ানে-অনুবাদক) গিয়ে হযরত সাহেবের নিকট আমার আবেদন পৌঁছাও যেন তিনি পাকিস্তান অর্জনের জন্য নিজের আন্তরিক দোয়া এবং সহযোগিতা প্রদান করেন। তিনি বলেন, আমি জলসা সম্পন্ন হওয়ার পর মধ্যরাতের কাছাকাছি রাত ১২টার দিকে কাদিয়ানে পৌঁছাই। হযরত সাহেব বিশ্রাম করছিলেন। আমি তার কাছে কায়েদে আযমের পক্ষ থেকে বার্তা নিয়ে এসেছি– মর্মে সংবাদ প্রেরণ করলাম। তিনি তৎক্ষণাৎ নীচে নেমে এসে জানতে চাইলেন, কায়েদে আযম কী বার্তা পাঠিয়েছেন? আমি বললাম, তিনি আপনার দোয়া ও সহযোগিতা চেয়েছেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) উত্তরে বলেন, তিনি শুরু থেকেই তার মিশনের সাফল্যের জন্য দোয়া করে আসছেন আর তার অনুসারীদের অর্থাৎ আহমদীদের যতটুকু সম্পর্ক আছে, কোনো আহমদী মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে না। আর যদি কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করে তবে সে জামা'তের সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হবে, অর্থাৎ কেউ যদি দাঁড়িয়েও যায়, আহমদী হলেও জামা'ত তাকে সঙ্গ দিবে না। মুসলিম লীগের মনোনিত প্রার্থীকে আমরা যে–কোনো মূল্যে সমর্থন করব। এই সাক্ষাতের পরিপ্রেক্ষিতে মমতাজ দওলতানা সাহেব শিয়ালকোটের হালকায় একজন আহমদী নওয়াব মোহাম্মদ দীন সাহেবেকে বেশ বড়ো ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেন। শওকত হায়াত সাহেব লিখেন, কাদিয়ানীরা তাদের আমীরের আদেশ মান্য করে মুহাম্মদ দীনের পরিবর্তে মমতাজকে ভোট দিয়েছিল। এই মমতাজ দওলতানা সে যে তার শাসনামলে ১৯৫৩ সালে আহমদীদের বিরুদ্ধে কার্যক্রম পরিচালনা করে। আহমদীরা যতই সাহায্য-সহযোগিতা করুক না কেন, এরা হুল ফোটানো থেকে বিরত হয় না। শওকত হায়াত সাহেব আরও লিখেন, যখন আমি পাঠানকোট পৌঁছাই তখন কায়েদে আযম সাহেব আমাকে মওলানা মৌদুদী সাহেবের সাথেও সাক্ষাৎ করার আদেশ প্রদান করেন। তিনি চৌধুরী নিয়াযের গ্রামসন্নিবেশিত বাগানে বিশ্রাম করছিলেন। যখন আমি তার কাছে কায়েদে আযমের বার্তা পৌঁছালাম যে, তিনি যেন পাকিস্তানের জন্য দোয়া করেন ও সব দিক দিয়ে পূর্ণ সহযোগিতা করেন, তখন তিনি উত্তরে বললেন, তিনি কীভাবে 'নাপাকিস্তান' অর্থাৎ অপবিত্র স্থানের জন্য দোয়া করতে পারেন? তিনি আরও বলেন, পাকিস্তান কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে যতক্ষণ সমস্ত ভারতবর্ষের প্রত্যেক ব্যক্তি মুসলমান না হচ্ছে?

তার দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী আজও পাকিস্তানের জন্ম হওয়ার কথা নয়। জামা'তে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতার এই ছিল দৃষ্টিভঙ্গি। সর্দার শওকত হায়াত সাহেব লিখেন, জামা'তে

ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতার এই ছিল অন্তর্দৃষ্টি এবং দৃষ্টিভঙ্গি। আর অপর দিকে দেখো, মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ সাহেবের কী দৃষ্টিভঙ্গি ছিল! আজ ইতিহাস সম্বন্ধে অজ্ঞ এ সকল নামসর্বস্ব আলেমের দৃষ্টিতে আহমদীরা দেশের শত্রু। (অথচ এই আহমদীরাই) যারা দেশের জন্য সব ধরনের ত্যাগ স্বীকার করতে (পাকিস্তান)-এর সৃষ্টির সময়ও প্রস্তুত ছিল আর আজও প্রস্তুত আছে। অপরদিকে যারা এই দেশ সৃষ্টির বিরুদ্ধে ছিল তারা আজ দেশের ঠিকাদার বনে বসে আছে। আল্লাহ্ তা'লা দ্রুতই এ সকল যালেমের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করুন।

এছাড়া মুসলমানদের প্রতি সমবেদনার প্রেরণায় তাঁর আরেক (অনন্য) কৃতিত্ব রয়েছে। ১৯২৩ সালে ঐতিহাসিক শুদ্ধি আন্দোলনের বিরুদ্ধে তিনি জিহাদের সূচনা করেন। অর্থাৎ হিন্দু বানানোর সেই আন্দোলন যা শুদ্ধানন্দ নামের এক হিন্দু নেতা ভারতবর্ষে ঐ সকল মুসলমানদেরকে পুনরায় হিন্দুধর্মে ধর্মান্তরিত করার জন্য আরম্ভ করেছিল যাদের পিতৃপুরুষ কোনো এক সময় হিন্দু ছিল। তিনি একের পর এক অবৈতনিক মোবাল্লেগদের প্রতিনিধি দল মালকানার বিভিন্ন এলাকায় প্রেরণ করেন। এ বিষয়ে 'মাশরেক গোরখপুর' পত্রিকা ১৯২৩ সালের ২৯ মার্চ সংখ্যায় লেখে যে, জামা'তে আহমদীয়ার ইমাম এবং নেতার ধারাবাহিক বক্তৃতা এবং প্রবন্ধ তাঁর অনুসারীদের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে আর এই জিহাদে এ মুহূর্তে সর্বাগ্রে এই ফির্কাটিই দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। যদিও আহমদী ফির্কার দৃষ্টিতে ঐ সকল নওমুসলিমদের দলটিকে সাহায্য করার কোনো প্রয়োজন ছিল না, কেননা সেই দলটির সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু যেহেতু নামে মাত্র হলেও তারা মুসলমান ছিল এই আত্মাভিমানে অর্থাৎ ইসলামের নামের জন্য আত্মাভিমানে আহমদীয়া জামা'তের ইমামের মাঝে এই উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে। তাঁর কতিপয় বক্তৃতা দেখে বিস্মিত হতে হয় যে, এখনো খোদার নামে জীবন উৎসর্গকারী মানুষ আছে! আমাদের ওলামাদের যদি এই বিষয়টির আশংকা থাকে যে, জামা'তে আহমদীয়া নিজেদের আকীদা প্রচার করবে, তাহলে তারা ঐক্যবদ্ধ জামা'ত গঠন করে এমন নিষ্ঠা নিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে দেখাক। [যদি অন্যান্য মুসলমানদের এই আশংকা থাকে যে, জামা'তে আহমদীয়া পাছে নিজেদের আকীদার প্রসার ঘটাবে, সেক্ষেত্রে সমস্ত মুসলিম ফির্কার উচিত এক হয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সম্মুখে অগ্রসর হওয়া।] কীভাবে তা করা উচিত? যেভাবে আহমদীরা করে থাকে (সেভাবে করবে)। ছাতু খাবে আর ছোলা চিবাবে এবং ইসলামকে রক্ষা করবে। (আহমদী) যারা সেখানে গিয়েছিল তারা এভাবে দিনাতিপাত করতেন অর্থাৎ রান্না করা খাবার পাওয়া যেত না। তারা ছোলা খেতো আর ছাতু পান করত। তিনি বলেন, জামা'তে আহমদীয়ার সদস্যদের মাঝে আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই নিষ্ঠা দেখে আসছি। সততা, অঙ্গীকার পালন, নিজেদের ইমামের আনুগত্য– এগুলো হলো এ জামা'তের সদস্যদের বৈশিষ্ট্য। মির্যা সাহেব এবং তাঁর জামা'তের সুমহান উদ্দীপনা এবং আত্মত্যাগের প্রশংসা করে মুসলমানদের মাঝে এমন ত্যাগ স্বীকারের চেতনাবোধ জাগ্রত করেছেন তিনি। তিনি বলছেন, এরা (আহমদীরা) ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেছে; এটি বলে অন্যান্য মুসলমানের মাঝে এমন ত্যাগ স্বীকারের আত্মাভিমান জাগ্রত করছেন যে, তোমরাও ঐক্যবদ্ধ হও এবং এভাবে নিজেদের মাঝে আত্মত্যাগের চেতনা সৃষ্টি করো। সততা এবং বিশ্বস্ততা– যেটি মুসলমানদের অনন্য বৈশিষ্ট্য ছিল তা আজ এদের (তথা আহমদীদের) মাঝে পরিদৃষ্ট হয়। জামা'তে আহমদীয়ার বদান্যতা এবং আত্মত্যাগের পাশাপাশি তাদের সততা আর আয়-ব্যয়ের নিখুঁত হিসাব এবং নিয়মতান্ত্রিকতা সবচেয়ে বেশি প্রশংসনীয়, আর এ কারণেই আয় স্বল্প হওয়া সত্ত্বেও এরা বড়ো বড়ো কাজ করছে। [একথা অন্যরা স্বীকার করছে।]

তাঁর (রা.) হৃদয়ে এই বেদনা ছিল যার কারণে তিনি (রা.) জামা'তের মাঝে বিশেষ তাহরীক করে পুরো জামা'তকেই কোনো না কোনোভাবে এ কাজে সম্পৃক্ত করেন এবং সক্রিয় করে তোলেন যা জামা'তের বাইরের লোকও স্বীকার করে।

মীম শীন সাহেব একজন বিখ্যাত সাংবাদিক এবং রাজনীতিবিদ ছিলেন। তার ছদ্মনাম ছিল মীম শীন আর আসল নাম ছিল মিয়া মুহাম্মদ শফী। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা)-র মৃত্যুতে তিনি 'লাহোর ডায়েরি'-তে লিখেন, মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ ১৯১৪ সালে খিলাফতের আসনে সমাসীন হবার পর যেভাবে নিজ জামা'তকে সুসংগঠিত করেছেন এবং যেভাবে সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়াকে একটি কর্মমুখী এবং সচল প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছেন, এর মাধ্যমে তার (রা.) গভীর সাংগঠনিক দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। যদিও তার কাছে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি ছিল না। কিন্তু তিনি ব্যক্তিগতভাবে পড়াশোনা করে নিজেকে সত্যিই আল্লামা আখ্যায়িত হওয়ার যোগ্য করে তুলেছিলেন। তিনি একবার একটি সাক্ষাৎকারে আমাকে বলেছিলেন, আমি সিভিল এন্ড মিলিটারি গেজেট নিয়মিত পড়ার মাধ্যমে ইংরেজিতে দক্ষতা অর্জন করেছি। তার ভাষ্যমতে, যতদিন খাজা নযীর আহমদের সময় এই পত্রিকা বন্ধ হয় নি ততদিন তিনি এটি নিয়মিত পাঠ অব্যাহত রেখেছিলেন।

মির্যা সাহেব একজন অত্যন্ত বাগ্মী বক্তা এবং দক্ষ প্রবন্ধকার ছিলেন। জামা'তের উন্নতির পথ সুগম করার জন্য সকল সুযোগের নির্দ্বিধায় সদ্ব্যবহার করতেন। জামা'তের ক্ষেত্রে তার একটি বড়ো অবদান হলো, ভারতবর্ষ ভাগ হওয়ার পর যখন কাদিয়ান তার হস্তচ্যুত হয় তখন তিনি রাবওয়াতে দ্বিতীয় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

পুনরায় 'The Light' নামক লাহোরী জামা'তের মুখপত্র হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-র মৃত্যুতে (শোকবার্তা) প্রকাশ করে। এর শিরোনাম ছিল- A great Nation builder (অর্থাৎ এক মহান জাতির কারিগর)। ১৯৬৫ সালের ১৬ই নভেম্বর সংখ্যায় তারা লেখে, আহমদীয়া জামা'তের ইমাম মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ-এর মৃত্যু ঘটনাবহুল এক এমন জীবনের পরিসমাপ্তিতে গিয়ে ঠেকেছে যা সুদূরপ্রসারী ফলাফল বহনকারী অগণিত সুমহান কর্মযজ্ঞ ও কর্মাভিযানে ছিল ভরপুর। জ্ঞানবিজ্ঞানের বিষয়াদির ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণশীল একজন প্রতিভাবান ও সীমাহীন কর্মশক্তিতে বলীয়ান ব্যক্তিত্ব ছিলেন তিনি। গত প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে ধর্মীয় জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য থেকে শুরু করে তবলীগ ও ইসলামের প্রচারের ব্যবস্থা পর্যন্ত অধিকন্তু রাজনৈতিক নেতৃত্ব পর্যন্ত চিন্তা ও মননশীলতার এমন কোনো ক্ষেত্র নেই যাতে মরহুম তার অনন্য প্রতিভার সুগভীর ছাপ রেখে যান নি। পৃথিবীজুড়ে বিস্তৃত ইসলামী মিশনের এক জাল বিছানো, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বহু মসজিদ নির্মাণ এবং বহুকাল থেকে প্রতিষ্ঠিত খ্রিষ্টান মিশনের সমূলে উৎপাটনকারী ইসলামের তবলীগের আফ্রিকাতে ব্যাপক ও গভীর প্রভাব বিস্তার হলো এমন সব সমুজ্জ্বল কৃতিত্ব যা মরহুমের সৃজনশীল পরিকল্পনা, সাংগঠনিক দক্ষতা এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের স্বপক্ষে একটি দৃঢ় ও চিরস্থায়ী স্মারকের মর্যাদা রাখে। বর্তমান যুগে খুব কমই এমন নেতা থাকবে, যে তার অনুসারীদের এমন আবেগমাখা ভালোবাসা ও আত্মত্যাগ লাভের যোগ্য প্রমাণিত হয়েছেন। এছাড়া তার অনুসারীদের পক্ষ থেকে হৃদয় নিংড়ানো প্রেম ও আত্মত্যাগের বহিঃপ্রকাশ কেবল তার জীবন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং তার প্রয়াণেও একই তীব্রতায় এর বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল যখন দেশের সকল প্রান্ত থেকে ষাট হাজার মানুষ তাদের বিদায়ী ইমামকে নিজ ভালোবাসার অন্তিম উপঢৌকনটুকু নিবেদনের জন্য পাগলের মতো ছুটে এসেছিল। আহমদীয়া জামা'তের ইতিহাসে মির্যা সাহেবের নাম

এমন এক মহান জাতীয় কারিগর হিসেবে চিরদিন জীবিত থাকবে যিনি ভয়াবহ সমস্যার মুখে একটি ঐক্যবদ্ধ সুসংহত জামা'ত প্রতিষ্ঠিত করে দেখিয়েছেন। আর এটিকে এমন এক শক্তিতে রূপান্তরিত করেছেন যাকে কখনো উপেক্ষা করা যায় না। বিরোধিতা সত্ত্বেও লাহোরীদের পত্রিকাও এ ধরনের প্রশংসা করতে বাধ্য হয়েছেন যে, তিনি এক মহান নেতা ছিলেন। যা-ই হোক, এগুলো হলো তাদের উদারতার প্রমাণ।

তাঁর (রা.) সম্পর্কে অআহমদীদের এরকম অনেক মন্তব্য রয়েছে। এছাড়াও তিনি (রা.) বিভিন্ন বিষয়ে জামা'তকে এবং সাধারণভাবে সকল মুসলমানকে নসীহত করেছেন এবং পথনির্দেশনা দিয়েছেন। এমন অসংখ্য বড়ো বড়ো খণ্ডসম্বলিত প্রবন্ধ ও পুস্তক রয়েছে, কিছু প্রকাশিত হয়েছে আর কিছু প্রকাশ হবার পথে। বক্তৃতাসমূহই পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ খণ্ডে প্রকাশিত হয়ে গেছে। খুতবা প্রকাশিত হয়েছে ছাব্বিশ-সাতাশ বা আঠাশ খণ্ডে। যাহোক, তিনি অনেক উপদেশ দিয়ে গেছেন। সবচেয়ে বড়ো কথা হলো কোনো স্কুল, মাদ্রাসা, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়ন ছাড়াই আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে কুরআনের যে জ্ঞান দিয়েছিলেন তার দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না। এ সম্পর্কেও (জামা'তের বাইরের) অন্যদের অগণিত মন্তব্য রয়েছে যা বিগত বছরগুলোতে আমি উল্লেখ করেছি। পুরনো রেকর্ডসমূহ থেকে অপ্রকাশিত নোট বা খুতবা এবং বক্তৃতাসমূহ থেকে কুরআন করীমের যেসব তফসীর সামনে আসছে তা এখনো ছাপানো হয় নি। তফসীরে কবীরে এগুলো এখনও অন্তর্ভুক্ত হয় নি এবং দশ খণ্ডের তফসীরে কবীরের চাইতে এগুলোর পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণেরও বেশি। ইনশাআল্লাহ্ এগুলোও শীঘ্র প্রকাশিত হবে। এ সবকিছুই আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে দান করেছেন, সেই ভবিষ্যদ্বাণীকে পূর্ণ করেছেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ সংক্রান্ত এ ভবিষ্যদ্বাণী হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতার নিদর্শনস্বরূপ মহান ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর মধ্যে অন্যতম এবং আমাদের ঈমান বৃদ্ধির মাধ্যম। ইংরেজী ভাষায়ও অনেক বই প্রকাশিত হয়েছে। যারা উর্দূ বুঝে না তাদের সেগুলো থেকে উপকৃত হওয়ার চেষ্টা করা প্রয়োজন। পূর্বেও আমি এ ব্যাপারে বলেছি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে জ্ঞানের এ ভাণ্ডার থেকে উপকৃত হবার সৌভাগ্য দান করুন।

বর্তমানে পাকিস্তানে পুনরায় জামা'তের বিরুদ্ধে বিরোধিতার ঢেউ মাথাচাড়া দিয়েছে। রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ এবং মৌলবীরা যারা নির্বাচনে পরাজিত হয়েছে বা যারা মর্জিমাফিক ফলাফল অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে, তাদের একটি বড়ো সংখ্যা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পুনরায় আহমদীদের ওপর আক্রমণ করছে। তারা সর্বদাই এমনটি করে আসছে, যখনই নিজেরা ব্যর্থ হয় তখন সস্তা জনপ্রিয়তার জন্য আহমদীদের বিরুদ্ধে বিরোধিতায় লিপ্ত হয়। এরা বর্তমানে সেই পাঁয়তারাই করছে। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এরা যা করতে পারে করেছে, করছে এবং করবে। এজন্য আহমদীদের যেখানে সতর্ক থাকা প্রয়োজন সেখানে দোয়া ও সদকার উপরও অনেক জোর দিতে হবে। আল্লাহ্ তা'লা আহমদীদেরকে নিরাপদে রাখুন।

ইয়েমেনের আহমদীদের জন্যও অনেক দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা তাদের জন্যও স্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্টি করুন। তাদের অনেকেই বন্দি জীবন যাপন করছেন। তাদেরকে শীঘ্র বন্দিদশা থেকে মুক্তি দিন। ফিলিস্তিনীদের জন্যও দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা তাদের প্রতিও দয়া করুন এবং পরাশক্তিদের অত্যাচারের যাঁতাকল থেকে তাদের মুক্তি দিন।

ঘানায় জলসা হচ্ছে, গতকাল থেকে আরম্ভ হয়েছে আর আগামীকাল শনিবার শেষ দিন। তাদের সার্বিক সাফল্যের জন্য দোয়া করুন। এটি তাদের জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবর্ষ

পূর্তি জলসা। আগামীকাল ইনশাআল্লাহ্ জলসায় আমার বক্তৃতা এখান থেকে লাইভ সম্প্রচার হবে। আল্লাহ্ তা'লা সবদিক থেকে কল্যাণমণ্ডিত করুন।

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলা ডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)